প্রথম আলো

তারিখ 30 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

নানামুখী প্রতারণা, শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অফিশিয়ালি তিনি (আবুবকর) অধ্যাপক পদমর্যাদা ব্যবহার করেন না। বাইরে কেউ কেউ না জেনে তাঁর নামের আগে এই পদমর্যাদা ব্যবহার করেন।

প্রভাবশালীদের আশীর্বাদ: নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে রয়েছে গত জোট সরকারের প্রভাবশালী কয়েকজন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক। সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে খুলনা ও রাজশাহীতে অবৈধ ক্যাম্পাস চালালেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য বর্তমান যোগাযোগসচিব ড. মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক আলোচিত সচিব শহীদুল ইসলাম শুরু থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নর্দার্ন মেডিকেল কলেজের প্রকল্প পরিচালক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সরকারের শর্ত পূরণ না করায় নর্দার্ন মেডিকেল কলেজকে এ বছর ছাত্র ভর্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপার্জিত টাকা নিয়ে কৌশলে এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সচিব মো. মোফাজ্জেরের সহধর্মিণী নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপপরিদর্শক হিসেবে কর্মরত থাকায় ইউজিসির আনুকূল্য পেয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক লুৎফর রহমান বলেন, নিয়ম অনুযায়ী একজন সরকারি কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য করতে পারে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সচিব কিছুদিন মেডিকেল কলেজে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইউজিসির সচিবের সহধর্মিণীর চাকরি হয়েছে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। আর নর্দার্ন মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় একই ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হলেও মেডিকেল কলেজের জন্য পৃথক পরিচালনা কমিটি রয়েছে বলে জানান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় মেডিকেল কলেজ করার কথা অস্বীকার করেন তিনি।

রাজনৈতিক প্রভাব: গত ৭ জুন নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির রাজশাহী শাখার শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ফি আদায়, শ্রেণীকক্ষের সংকট এবং গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত বইয়ের দাবিতে ইংরেজি বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দেয়। একপর্যায়ে রাজশাহী জামায়াতের সেক্রেটারি আতাউর রহমানের মধ্যস্থতায় সমস্যার সমাধান হয়।

এই শাখার উপ-রেজিস্ট্রার মুবিনুল ইসলাম রাজশাহী জামায়াতের একজন রুকন এবং দলের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা, পৃষ্ঠপোষক থেকে শুরু করে অধিকাংশ শিক্ষক, কর্মকর্তা জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক লুৎফর রহমান বলেন, ছাত্রজীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে কারও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে। কিন্তু এখানকার কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে যোগ্যতা প্রাধান্য পায় বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, 'কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় আপস করে না। এমনকি শাখা ক্যাম্পাসের লেখাপড়া ঢাকার অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও ভালো।'

টাকা নিয়ে উধাও: কথিত পিচ-ত্রেড বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফিসহ বিভিন্ন উপায়ে প্রায় ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে। কথিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টির শাখা ছিল রাজশাহী মহানগরের সাধুর মোড়ের বীরেরচক এলাকার নির্মাণাধীন একটি বাড়িতে। বাড়িওয়ালা আবু নঈম মো. ফজলুল করিমসহ প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী এই ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত হয়েছে। এই শিক্ষার্থীরা নামসর্বস্ব কাগজে সনদও পায়নি।

ভুয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বঘোষিত উপাচার্য এম এন হক এর আগে জেল খেটেছেন। ঢাকার অন্তত চারটি স্থানে তিনি ভুয়া ক্যাম্পাস গড়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কয়েক দফা অনুরোধ করেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বাদী হয়ে ঢাকার সিএমএম আদালতে মামলা করেছে এম এন হকের বিরুদ্ধে।

পিচ-ত্রেড ইউনিভার্সিটির চট্টগ্রাম শাখায় অধ্যয়নরত এমবিবিএস পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী কানিজ ফাতেমা জানান, তাঁর মতো শত শত শিক্ষার্থী না বুঝে সরকারি অনুমোদনহীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হয়েছেন। তাঁদের শিক্ষাজীবনের কথা চিন্তা করে কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তিনি।

দূরশিক্ষণ নাম পাল্টে ক্যাম্পাসভিত্তিক: দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষা সরকার নিষিদ্ধ করেছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষার নামে প্রকৃতপক্ষে দূরশিক্ষণের সনদ দিচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে দূরশিক্ষণ ও ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দূরশিক্ষণের মতোই ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষণে সপ্তাহে মাত্র এক দিন ক্লাস নেওয়া হয়। এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরা শাখায় ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হলেও দূরশিক্ষণের মতো এক দিন ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ওই ক্লাস হয় উত্তরার নবাব হাবিবুল্লাহ আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে। ১০টি সেমিস্টারে ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, অর্থনীতিসহ কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক সম্মানের সনদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া রয়েছে বিএডসহ বিভিন্ন কোর্স।

নির্দেশ না মেনে উল্টো সরকারকে ব্যবহার: রাজশাহীর ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ছাত্র ভর্তি করছে। স্থানীয় পত্রিকায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে তাতে লেখা আছে, ২০০৩ সাল থেকে সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত। প্রকৃতপক্ষে রাজশাহীর এই শাখা ক্যাম্পাস সরকার অনুমোদিত নয়। এমনকি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের চট্টগ্রাম শাখাটিও অননুমোদিত।

রাজশাহী শাখার সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট মো. আরমান আলী জানান, 'আমরা অনুমোদন চেয়েছি এবং সব প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সাময়িক সনদ বাতিল করেছে সরকার। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসসহ তিনটি শাখার সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত'।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ইউজিসির আইন, ক্ষমতা ও জনবল শিক্ষার নামে এই প্রতারণা বন্ধের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে তিনি মনে করেন, প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ কার্যকর হলে উচ্চশিক্ষা ঘিরে অবৈধ কার্যক্রম কমে আসবে। চেয়ারম্যান আরও বলেন, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রামসহ কয়েকটি স্থানে পূর্ণাঙ্গ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে ঢাকার বাইরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকারীকে তুলনামূলক ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো শাখা বা কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হবে না।

সংশোধনী: গতকাল রোববার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত 'উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রতিবেদনে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের খুলনা ও যশোর শাখা আদালতের স্থগিত আদেশ নিয়ে চলছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে খুলনা নয়, রাজশাহী ক্যাম্পাস আদালতের স্থগিত আদেশ নিয়েছে। *(শেষ)*

নানামুখী প্রতারণা, শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত

উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা ৭

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকার বাইরে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে প্রতারণা, প্রলোভন ও অপপ্রচারের ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা গেছে। এ সবকিছুর মূল লক্ষ্য কোমলমতি শিক্ষার্থী আর নিরুপায় অভিভাবক। শিক্ষার মান শিকেয় তুলে যেনতেন উপায়ে সনদ দেওয়া এবং অর্থ উপার্জন হচ্ছে এই কথিত উচ্চ শিক্ষাদানকারীদের মূল উদ্দেশ্য।

পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে, কোনো কোনোটি চলছে শুধুই ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এগুলোর শিক্ষার গুণ, মান দেখভাল করার কেউ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি শিক্ষা বাণিজ্যের এসব সওদাগরকে দমনের কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

ইউজিসির প্রয়াত চেয়ারম্যানকে নিয়ে ব্যবসা: নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির খুলনা শাখার দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনের নামফলকে উদ্বোধক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন—ইউজিসির প্রয়াত চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের নাম উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ওই ভবন উদ্বোধন করেননি। তিনি সে সময় বলেছিলেন, তিনি এটি উদ্বোধন করলে অবৈধ এই শাখা একধরনের স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির পরিচালক (মানবসম্পদ) লুৎফর রহমান বলেন, 'এটা সত্য, আসাদ স্যার খুলনা গেলেও ভবনটি উদ্বোধন করেননি। তবে সে সময় তৈরি নামফলক আর সরানো হয়নি।' তিনি জানান, ইউজিসির তৎকালীন সদস্য ড. তারেক শামসুর রেহমান ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক রাশিদুল হাসান ভবনটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু ড. তারেক শামসুর রেহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি ওই ভবন উদ্বোধন করেননি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসাদ স্যারও ভবনটি উদ্বোধন করেননি।

অধ্যাপক পদবি ধারণ: নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ ও অন্যতম উদ্যোক্তা আবুবকর সিদ্দিক নিজেকে অধ্যাপক হিসেবে পরিচয় দেন। উপাচার্য ড. এম শামসুল হক দীর্ঘদিন বিদেশে। ৪ সেপ্টেম্বর আবুবকর সিদ্দিক ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পরিচয়ে তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের চিঠি লেখেন।

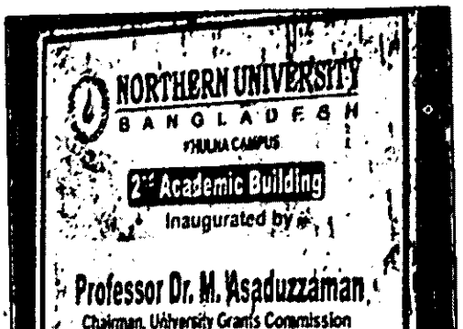

নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির খুলনা ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবন ইউজিসির চেয়ারম্যান মরহুম আসাদুজ্জামান উদ্বোধন না করলেও নামফলকে তাঁর নাম শোভা পাচ্ছে —কামরুল আহসান

জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক হিসেবে পরিচিত আবুবকরকে ছাত্রজীবনে একটি সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে অবশ্য তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করেন, কিন্তু কোনো দিন অধ্যাপনা করেননি। কয়েক মাস আগে তাঁকে দেওয়া একটি সম্মাননা অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক' হিসেবে পরিচয় করানো হয়।

আবুবকর সিদ্দিক বর্তমানে বিদেশে আছেন। দেশে থাকার সময়ও তিনি এই প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক লুৎফর রহমান জানান,

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩